সমকাল

তারিখ 04 AUG 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সিকৃবিতে নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম

■ সাব্বির নেওয়াজ, *ঢাকা*
চয়ন চৌধুরী, *সিলেট*

শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ঘটছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি)। নিয়োগ দেওয়া প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই শর্ত শিথিল করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ বাণিজ্যের কারণে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্য লোকদের উচ্চতর পদে নিয়োগের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। এতে দীর্ঘমেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত লঙ্ঘন

সিকৃবির নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ১৬ জুন তিন সদস্যবিশিষ্ট এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খানকে আহ্বায়ক করে গঠিত তদন্ত কমিটির অপর দু'জন হলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম ও অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ) ফেরদৌস জামান। জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ নিয়ে গুরুতর বেশকিছু অভিযোগ পাওয়ার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ দন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিগগির এ কমিটি সিকৃবি ক্যাম্পাসে তদন্তে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও সিকৃবির একাধিক সূত্র জানায়, বিজ্ঞাপনে চাওয়া বিভিন্ন যোগ্যতার শর্ত লঙ্ঘন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন বিভিন্ন পদে একের পর এক নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আর এসব নিয়োগে হাতবদল হয়েছে লাখ লাখ টাকা। জানা গেছে, সিকৃবির পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা) পদে নিয়োগে ঘটেছে বিশাল অনিয়ম। এ পদে সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সহকারী শিক্ষক (বেতন স্কেল ৮ হাজার টাকা ও গ্রেড ১০ম) ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

সিকৃবিতে নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মো. ছানোয়ার হোসেন মিয়াকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের শর্তানুসারে এ পদে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ ছানোয়ার হোসেনের এইচএসসি ও স্নাতক পরীক্ষায় দুটি তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে। তাকে পাঁচটি পদ ডিঙিয়ে অধ্যাপক ও যুগ্ম সচিবদের বেতন স্কেল ২৯ হাজার টাকা ও তৃতীয় গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অথচ বেতন স্কেলের ১০নং গ্রেড হতে ৩নং গ্রেডের পদে এভাবে এক লাফে নিয়োগ পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ছানোয়ার হোসেন মিয়া সমকালকে বলেন, 'সরকারি চাকরি ছেড়ে এখানে এসেছি।' দুটি তৃতীয় বিভাগের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খেলাধুলায় খেলোয়াড়, কোচ বা কর্মকর্তা হিসেবে অংশ নিলে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য বলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা ছিল। নিজেকে আন্তর্জাতিকমানের ভলিবল কোচ ও রেফারি হিসেবে দাবি করে তিনি বলেন, তাকে হয়রানি করার জন্য এমন অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। সিকৃবির একাধিক সূত্র জানায়, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক পদেও ঘটেছে একই ঘটনা। ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রথমে অ্যাডহক (অস্থায়ী) ভিত্তিতে নিয়োগ ও পরে উচ্চতর পদে আনিছুর রহমানের নিয়োগ স্থায়ী করা হয়। শর্তানুসারে, তার আমলে নেওয়ার মতো গণনাযোগ্য চাকরির অভিজ্ঞতা ছিল না। বয়সও ছিল বেশি। নিয়োগ বোর্ডে তিনি একাই ছিলেন প্রার্থী, শুধু তাকে ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীকে ইন্টারভিউ কার্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আনিছুর রহমান তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে সমকালকে বলেন, 'সরকারি বিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ বোর্ডে তিনিসহ মোট সাতজন যোগ্য প্রার্থী ছিলেন বলে দাবি করেন।' তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পদেই নিয়ম মেনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে সাজিদুল ইসলামের নিয়োগেও একই রকম শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের কালো তালিকাভুক্ত পরীক্ষক। তিনি সমকালকে গ্রহণযোগ্য নয়'– এমন শর্ত লঙ্ঘন করে ফিশারিজ টেকনোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়েছেন ড. মোতাহার হোসেন ও ড. আবু সাইদ, অ্যাকোয়াকালচার ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ড. নির্মল চন্দ্র রায় ও ড. তরিকুল আলম এবং অ্যাকোয়াটিক রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ড. মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ড।

কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা এবং এইচএসসিতে দ্বিতীয় শ্রেণী নিয়ে জেনেটিক্স ও প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়েছেন ড. সাঈদা সুলতানা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সরকারি, আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে ন্যূনতম ৫ বছরসহ মোট ১৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু সিকৃবিতে রেজিস্ট্রার থেকে শুরু করে কর্মকর্তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম মানা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় অর্গানোগ্রামে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের কোনো পদ না থাকলেও ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডা. খন্দকার মাযহারুল আনোয়ারকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। অথচ ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদেই তার নিয়োগবিধি লঙ্ঘনের মাধ্যমে হয়েছে বলে শিক্ষকদের জোরালো অভিযোগ রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অর্গানোগ্রামে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার পদ আছে বলে দাবি করে ডা. খন্দকার মাযহারুল আনোয়ার সমকালকে বলেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদ ঠিক রেখে আমার পদটিকে শুধু আপগ্রেড করা হয়েছে। এটা নতুন কোনো নিয়োগ নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও ইউজিসি নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। তাকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়নি দাবি করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নামে সমমানের একটি পদ আগে থেকেই রয়েছে।

সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য সরকারি, আধা সরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অথবা গবেষণা কাজে ন্যূনতম ৫ বছরের সহকারী অধ্যাপকসহ মোট ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শিক্ষা ও গবেষণা খাতে

9	Name & Address of the	Address(s)
	Selling Tender Document	a) Padma Oil Company Limited, Strand Road, Sadarghat, Chittagong. b) DGM (Dhaka)'s Office, 6 Paribagh, Dhaka
	Receiving Tender Document	a) Padma Oil Company Limited, Strand Road, Sadarghat, Chittagong. b) DGM (Dhaka)'s Office, 6 Paribagh, Dhaka
	Opening Tender Document	a) Padma Oil Company Limited, Strand Road, Sadarghat, Chittagong. b) DGM (Dhaka)'s Office, 6 Paribagh, Dhaka
10	Eligibility of Tenderer	Open to eligible Tenderers as per Tender Schedule.
11	Tender Document Price	BDT 3000/- Per Tender Schedule (Non Refundable)
12	Tender Security Amount in Taka & Type of Payment for Security Amount	BDT 80,000.00 (Eighty thousand) in the form PO/DD in favour of Padma Oil Company Limited
13	The procuring entity reserves the right to accept or reject any or all tenders	

(Engr. Md. Nurul Amin)
AGM (E & P)
Telephone: +88 031 633243